তপস্বিনী
গঙ্গাধর মেহের

দশম সর্গ
(কল্যাণ পড়িতাল)

09 August 2009
(Last updated: ৩১ মার্চ ২০১০)
http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

সতী পাই দুই পুত্ররতন
প্রাণরু অধিক করি যতন,
লালন-পালনে নিহিলে মন
লাগিগলা দৃঢ় স্নেহবন্ধন,
ছাড়িলে নাহিঁ নিমিষে পাশ
মণিলে জীবন-ভার উশ্বাস। ১।

ম্লান পাইঁ দিনে থরে মাতর
হুঅন্তি যদ্যপি পাশু অন্তর,
জল-জরজর বসনে বেগে
ধাইঁ আসিথান্তি অতি উদ্‌বেগে
পরাণ, হেউথাএ চঞ্চল
চাহিঁবাকু সুত-মুখ-কমল। ২।

শশিকলা-গর্ব করি মর্দ্দন,
হেলা কুমারঙ্କ অঙ্গ-বর্দ্ধন,
পূর্ণ সুধাকর প্রায়ে বদন
দিনু দিন হেলা শোভা-সদন,
পারিলে চিহ্নি সে জননী-মুখ
কোলে উঠিবাকু হেলে উন্মুখ। ৩।

হসন্তি অনাই মাতা-বদন
কোল লোড়ি সেহিক্ষণি ক্রন্দন,
স্নেহভরে মাত ধইলে কোলে
দোলুথান্তি তহিঁ আনন্দ-দোলে,
থরকু থর, বদন চাহিঁ
হসি হসি দেউথাএ হসাই। ৪।

নথিলা সতীঙ্କ মনে স্বপনে
হাস অঙ্କুরিত দগ্‌ধ লপনে,
অপূর্ব সুখর অপূর্ব হাস
স্বতঃ আসি হোইযাএ প্রকাশ,
ন নেলে, কান্ত সে সুখভাগ
বোলি সতী নিতি নিন্দন্তি ভাগ্য। ৫।

বদন-কমলে বদন-ছলে
বিরাজি ভারতী দেবী উজ্জ্বলে,
প্রকাশিলে নিজ নিসর্গ-জ্যোতি
নিন্দি কুন্দ ইন্দু তুষার মোতি,
বাইলে, বীণা আদ্যে মৃদুরে
মা মা মা মা মা মা স্বর মধুরে। ৬।

মলয়রূপে সে স্বর্গীয় স্বন
পল্লবিত করে মাতা-জীবন,
প্রবাল-পাটলবর্ণ সম্বরে
ফুটিপড়ে মাতা-ওষ্ঠ অধরে,
তহিঁরে, দন্ত-কুসুমকঢ়ি
কৌমুদী-কান্তিরে উঠই বঢ়ি। ৭।

ভাস্কর পরাএ ভাস্বর মন
অধিকার করি ইন্দ্র-আসন,
অগ্রসর হোই কুবের-কোষে
বদন-প্রভাব বঢ়াএ তোষে,
মনই নিজ করে জগত
সুখ সউভাগ্য সমুপাগত। ৮।

দরবিকশিত কমল জাণি
ভাসিলে কুমারে দরোটিবাণী,
সে ভারতী হাব চারু-চাহাণি,
মনোহর বেশ লাবণ্য ঠাণি,
দর্শনে প্রাণ পুলকে পূরে
মোহ নাচিউঠে মানস-পুরে। ৯।

ক্রমরে কুমারে অবনী তলে
বসিলে চালিলে জানু প্রতলে,
দূরে থাই ডাকি আহ্লাদে সতী
বঢ়াইলে সেহি গতিশকতি,
কুমারে কুতূহলে সহাসে
বেগ বেগ যান্তি জননী পাশে। ১০।

কেতেবেলে করে নৃত্তিকা ধরি
দিঅন্তি রসনা পঙ্কিল করি,
মাতা ধরাইলে সুন্দর ফল
ফিঙ্গান্তি হলাই মুখমণ্ডল,
সুচারু চূর্ণকুন্তল চলি
দিশে যেহ্নে কঞ্জ-ক্রীড়িত অলি। ১১।

উভা হেলে ধরি জননী-কর
তহুঁ নিজ পদে করি নির্ভর,
গতি কলে করি কর ধারণ
নিজে নিজে পুণি চালি চরণ,
গমনে পড়ি কলে রোদন
তোষন্তি জননী চুম্বি বদন। ১২।

ডাকন্তি কুমারে বন-বিহঙ্গা,
কুতূহলে চাহিঁ সুরম্য রঙ্গ,
ময়ূরপুচ্ছরে মন বলাই
ধাইঁথান্তি তাকু ধরিবা পাইঁ,
খেলন্তি মৃগ-শাবক ধরি
কুসুমে তা' বেশ রচনা করি। ১৩।

তাপস-তাপসী প্রফুল্লমনে
কুমারঙ্କু নেই বুলান্তি বনে,
পুষ্পমাল মণ্ডি শিরে কপোলে
দোলান্তি পুষ্পিতলতিকা-দোলে,
ফুটাই পোএ আনন্দ কলি
আউ আউ বোলি করন্তি অলি। ১৪।

কুমারঙ্କ তনু উজ্জ্বল শ্যাম
পুষ্পদোলে হুএ নেত্রাভিরাম,
বনলক্ষ্মী যেহ্নে সুরম্য দণ্ডী
গেহ্লে চালে হরিষ্মশিরে মণ্ডি,
পাদপ শাখা কম্পে যা সঙ্গে
অন্য শোভা প্রতি হসে ভ্রূভঙ্গে। ১৫।

পঞ্চবর্ষে পঞ্চবক্ত্র বিক্রমে
সাজি কুমারঙ্କু চলিলে ক্রমে,
স্বচ্ছন্দে কুমারে কলে ভ্রমণ
সরিত শাদ্বল উদ্যান বন,
শ্বাপদ আপদকু কিঞ্চিত
ন গণই তাঙ্ক নির্ভীক চিত্ত। ১৬।

কুমারঙ্ক চূড়াকর্ম সবিধি
সম্পাদি বাল্মীকি জ্ঞান-বারিধি,
আণি সুদুর্গম বিদ্যা-কানন-
মধ্যে করিদেলে পঞ্চআনন,
কুমারে তহিঁ করি সঞ্চার
অজ্ঞান-মাতঙ্গ কলে সংহার। ১৭।

রস-রত্নময় কাব্য-শিখরী
বিরাজন্তি যহিঁ রাম-কেশরী,
রাবণ-বারণ-রকতধার
ঝরই ঝর্ঝর, নির্ঝরাকার,
কান্দন্তি সিংহী কন্দরে রহি
দন্তী-দন্তাঘাত-বেদনা সহি। ১৮।

কুমারঙ্କু সেহি গিরি-শিখর
চঢ়াই কৌশলে ঋষি-শেখর,
খেলান্তে হরিণ-শাবক-করি
খেলিলে কুমারে শার্দ্দুল পরি,
রামঙ্କু কলে মৃগেন্দ্র জ্ঞান
জনক ন চিহ্নি সিংহসন্তান। ১৯।

করন্তি জননী পাশে গায়ন
মহর্ষিরচিত সে রামায়ণ
তান লয় স্বরে বীণা বজাই
রাম-ভক্তিরসে মন মজ্জাই,
দিঅন্তি চালি নয়ন শির
প্রেম-তরঙ্গরে হোই অস্থির। ২০।

তর্জন গর্জন, বিলাপ হাস
গানে গানে হেউথাএ প্রকাশ,
ফুলিউঠে বক্ষ বাহুযুগল
বেলে বেলে বহে নয়নজল,
প্রাণরে কাব্য-ভাব তড়িত
হোইযাউথাএ গাঢ়ে জড়িত। ২১।

বাল-রসনারে নব্য ভারতী
নির্মলা উজ্জ্বলা মঞ্জু মূরতি
বিরচি বিচিত্র মধুর লাস্য
বিতরণ করুথান্তি উল্লাস,
উল্লাস, হোই জীমূতাকার
প্রাণে প্রাণে মুষ্টে অমৃতাসার। ২২।

জানকী সহিত তাপসীমানে
বিশুদ্ধ সঙ্গীত-পীয়ুষ পানে,
হরষ, বিষাদ, শান্তি, সন্তাপ
সুখ, দুঃখ লভুথান্তি অমাপ,
আনন্দ ক্ষোভ হৃদয় দ্রবি
লোচনু লোতক পড়ই স্রবি। ২৩।

যেউঁ সীতা রামায়ণ-নায়ক-
রাঘব-হৃদয়-হার-নায়ক
সে যে কুমারঙ্ক গর্ভধারিণী
ভাগিরথী-তীর-বন-চারিণী,
কুমারে তাহা জানন্তি নাহিঁ
মহর্ষি-নিষেধ থিলা লুচাই। ২৪।

রাম-সীতা-গুণ গৌরবমান
অতি কুতূহলে করন্তি গান,
শুণি সতীমণি হোই লজ্জিত
করুথান্তি সুখে মন মজ্জিত,
সুতকে আত্মগোপন করি
হরন্তি সময় তাপসী পরি। ২৫।

রম্য রামায়ণ করি শ্রবণ
মুগ্ধ মৃগে থান্তি ডেরি শ্রবণ,
নিশ্চল লোচনে ডবথ পরি
আহার বিহার তৃষা বিস্মরি,
বিহঙ্গ-বৃন্দ হোই নীরব
হৃদে ভরুথান্তি শ্রুতি-বিভব। ২৬।

বিটপিএ পর্ণ-কুন্ত-কবরী-
গরভে কুসুম স্তবক ভরি,
অনুগানে হেউথান্তি নিরত
অভিনয়ে চালি বল্লরী-হস্ত,
প্রমোহে গড়িযাএ তমসা
অপূর্ব প্রমোদে হোই বিবশা। ২৭।

বহিযাএ মহী-উরে অমৃত
করি ধন্যবাদ-নাদরে নৃত্য,
আসি চউদিগ কাননবাসী
যান্তি সে অমৃত-স্রোতরে ভাসি
অশেষ শ্রুতি বিবরে পূরি
স্রোত প্লাবিদিএ অমর-পুরী। ২৮।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র শুণি সে গান
করুথান্তি ধন্যবাদ প্রদান,
উদীচী প্রতীচী প্রাচী অবারী
দিগ-সীমন্তিনী উঠন্তি নাচি,
পকাই গান গর্ব পসরা
নাচন্তি গন্ধর্ব সঙ্গে অপ্সরা। ২৯।

লোকে লোকে ভ্রমি ভ্রমি নারদ
মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত কলে আনন্দ,
প্রশংসি বাল্মীকি কবিতা-রস
শ্রীরাম-জানকী-বিশুদ্ধ যশ,
গায়ন তাঙ্ক কুমারঙ্কর
পীযুষ বরষি বল্লকী-স্বর। ৩০।

নিজ বীণা যা'র বিশ্ব-বিদিত
বালক বীণারে হোই মোদিত,
পচারিলে তাকু বোলি উত্তম
ধন্য ধন্য সেহি মুনিসত্তম,
প্রফুল্লে পর-প্রশংসা গাই
স্বকীয় মহিমা দেলে বঢ়াই। ৩১।

নিজ গুণ থাউঁ পর সদ্‌গুণ
প্রশংসারে জন হোই নিপুণ,
নিজ গুণ-তরু করে ফলিত
ধনুর্গুণে সিনা শর চালিত,
পবন বহি প্রসুন-বাস
জগতে অধিক দিএ উল্লাস। ৩২।

কুমারঙ্ক একাদশ হায়ন
বয়সরে হেলা উপনয়ন,
তহিঁপরে করি বেদাধ্যয়ন
লভিলে কুমারে জ্ঞান-নয়ন,
বেদজ্ঞ পুত্র-প্রতিভা দেখি
বৈদেহী দিঅন্তি দুঃখ উপেক্ষি। ৩৩।

তপনতনয়া-জলে অরুণ-
কিরণ পরায়ে নব তরুণ
মনোহর ছবি, আণি বরুণ-
ভণ্ডার-রতন-ময়ূখ-ঋণ
কুমার-যুগ শ্যাম শরীরে
বিচিত্র কৌশলে মণ্ডিলা ধীরে। ৩৪।

জ্ঞান-সম্মার্জিত ভাষা তাঙ্কর
হেলা শ্রুতি-হৃদ-পবিত্র-কর,
ব্যবহার হোই ভাষানুগত
চরিত্রে রচিত হেলা দেবত্ব,
প্রদীপ্ত মন-বচন-অঙ্গ
সৃজিলে জীবনে প্রভা-তরঙ্গ। ৩৫।

জননী জীবন সুখ-আলোকে
পূরিযাএ পুত্র-পঠিত শ্লোকে,
অধিক অধিক মনোরঞ্জনী
হেউথাএ শোক-স্মৃতি-রজনী,
বুঝই দুঃখী সুখর মূল্য
চিরসুখী-সুখ তহিঁ অতুল্য। ৩৬।

কুমারঙ্ক নব প্রফুল্ল রূপ
মাতা-নেত্র মণে রতন-স্তূপ,
পুত্র-প্রশংসা মাতা শ্রবণে
পরিণত হুএ সুধা-স্রবণে,
তহিঁকি স্বামী-সুযশঃশ্রেণী।
সতীপক্ষে হেলা স্বর্গ-নিঃশ্রেণী। ৩৭।

যেউঁ দিনু সুতে জননী-অঙ্ক
তেজি বিহিরিলে হোই নিঃশঙ্ক,
সে দিনু জানকী তপস্যা ব্রত
অনুষ্ঠান কলে অনবরত,
সমর্পি মন স্বামী চরণে
লাগিলে জীবন শেষকরণে। ৩৮।

নিদাঘ-সরিত-স্রোতসদৃশ
সতী-প্রাণ হোই আসিলা কৃশ,
অসিত পক্ষর শশাঙ্ক পরি
লক্ষ্য কলা মৃত্যু অমা শর্বরী,
স্বামীঙ্কু মণি দিনেশ সম
আশা কলা তহিঁ হেব সঙ্গম। ৩৯।

ভাবুথান্তি, "থরে কেউঁ উপায়ে
দৃষ্টি দেই স্বামী-পবিত্র পাএ,
সমর্পণ করি পুত্র-যুগল,
দিঅন্তি ভাঙ্গি মো তনু অর্গল,
পরাণ মৃগ যাই সত্বর
সে মুক্তি বিপিনে করন্তা ঘর"। ৪০।

— — —